ইউনিট ৩ শরীফ কমিশন

পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা নির্ধারণে কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর সুচিন্তিত ব্যক্তব্য রাখেন এবং বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করেন যাতে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সূচিত হয়। কমিশনের সুপারিশসমূহ ব্যাপক হলেও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর সংক্ষিপ্তকারে এ ইউনিটে আলোচনা করা হলো।

এ ইউনিট পাঠে শরীফ কমিশন কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন দিকগুলোর উপর সুপারিশসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন।

পাঠ ৩.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শরীফ কমিশন গঠনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।

শরীফ কমিশন গঠনের পটভূমি

আজাদী লাভের পর হতে বহুবার পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন দেশে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক সুপারিশ প্রণয়ন করেন। পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন দেশে শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করেন। তদুপরি প্রাদেশিক পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলে। সমগ্র পাকিস্তানের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ উপলব্ধির ফলশ্রুতিতে জাতীয় শিক্ষার সুসঘংবদ্ধ ও সুষম উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানার্থে ও ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার, সংস্কার ও পূর্ণগঠনের যথাযোগ্য পন্থা সুপারিশ করার জন্য ১৯৫৮ সালে ৩০ শে ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এস.এম শরীফকে এ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নামানুসারে এ কমিশন শরীফ কমিশন নামেও পরিচিত। ১৯৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারী পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান কমিশন উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণগঠন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ওপর জোর দেন যাতে করে জনসাধারণের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ আরও সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। সাথে সাথে তিনি এ কথাও বলেন যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যেন উহা কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নয়নে সাহায় করে জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে। চরিত্র গঠন, উন্নত মান অর্জন ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টির প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কমিশন অবিলম্বে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন পদ্ধতির সকল দিক সম্পর্কেও একটি সর্বাত্মক প্রশ্নমালা ব্যাপকভাবে পাকিস্তানের সর্বত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং সংবাদপত্র মারফতও প্রচারিতহয়। এ প্রশ্নমালার জবাবদানের ব্যাপারে চমৎকার সাড়া পাওয়া যায়। বহু সংখ্যক বিশিষ্ট্য শিক্ষাবীদ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধি উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের মূল্যবান নির্দেশ দ্বারা কমিশনকে রিপোর্ট প্রণয়নে সাহায্য করেছেন। এ কমিশন ১৯৫৯ইং মাসের রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন এবং এ রিপোর্ট ১৯৬০ সনে সরকারের নিকট পেশ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কত সালে পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়?

(ক) ১৯৫৭ সালে
(খ) ১৯৫৮ সলে
(গ) ১৯৫৯ সালে
(ঘ) ১৯৬০ সালে

২। কে এ শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন?

(ক) এস.এম.শরিফ
(খ) নূর খান
(গ) ইয়াহিয়া খান
(ঘ) আয়ুব খান

৩। কত সালে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়?

(ক) ১৯৫৯ সালে
(খ) ১৯৬০ সালে
(গ) ১৯৬১ সালে
(ঘ) ১৯৬২ সালে

পাঠ ৩.২ মাধ্যমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১। মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা স্তর হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং স্বতন্ত্র একটি পৃথক শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংস্থারূপে গঠন করতে হবে।

২। মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে একজন ব্যক্তি, একজন নাগরিক, একজন কর্মী, একজন দেশ প্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৩। মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাবে, তবে যতদিন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় ততদিন ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমান ব্যবস্থায় তিনটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। যথা– ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি নিম্ন মাধ্যমিক, নবম ও দশম মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে থাকবে।

৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দশ হতে বারটি বিষয়ে লেখাপড়া করতে হবে।

৫। ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পরবর্তী স্তরে ইচ্ছাধীন হবে।

৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিল্প যেমন– ধাতব শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, কৃষি, টাইপ রাইটিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি (মেয়েদের জন্য) এবং চারু ও কারু শিল্প প্রবর্তন করা হবে।

৭। ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বছরে রবিবারে, সাধারণ ছুটি, অবকাশ ও পরীক্ষার দিনগুলো ছাড়া ২২৫ পূর্ণ দিবস কার্যকাল হবে এবং বছরে প্রায় ১৬০০ ঘন্টা শিক্ষাদান করতে হবে।

৮। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ভার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

৯। তিনটি উপায়ে স্কুলের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যথা– (ক) ছাত্র বেতন (৬০% ভাগ). (খ) পরিচালক মন্ডলীর চাঁদা (২০%ভাগ) এবং (গ) সরকারী সাহায্য (২০% ভাগ) হবে।

১০। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা কর্মসূচির মৌলিক পরিবর্তন সাধনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মন্ডলীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের উভয় অংশে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১। বে-সরকারী স্কুলগুলি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দক্ষল করে রয়েছে এবং সেগুলোকে যথার্থ নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে।

১২। বিজ্ঞান শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে–
- (ক) স্বয়ং সম্পন্ন
- (খ) স্বতন্ত্র
- (গ) প্রশাসনিক সংস্থারুপে
- (ঘ) উপরের সবগুলোই

২। মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে গড়ে তোলা যায়–
- (ক) একজন ব্যক্তি হিসাবে
- (খ) একজন নাগরিক হিসাবে
- (গ) একজন কর্মী হিসাবে
- (ঘ) উপরের সবগুলো

৩। মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে–
- (ক) সপ্তম হতে নবম
- (খ) অষ্টম হতে দশম
- (গ) নবম হতে দশম
- (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ ৩.৩ উচ্চ শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশ ব্যাখ্যা করে বিবৃত করতে পারবেন।

শরিফ কমিশন পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশের প্রধান প্রধান দিকগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১। পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দান করতে হবে।

২। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসকে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে স্থানান্তর করতে হবে।

৩। আর্টস ও বিজ্ঞানে ব্যাচেলর্স ডিগ্রী কোর্সের বর্তমান মেয়াদ সম্প্রসারিত করে তিন করতে হবে।

৪। সমাজ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সরকারী প্রশাসন ও ব্যবসায় পরিচালনা এবং সাংবাদিকতা প্রভৃতি নতুন বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণা সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং এর উন্নতি ও সমন্বয় বিধানের জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি "কমিটি ফর এ্যাডভান্সলর ষ্টাডিজ" প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

৬। একটি কমিটি প্রফেসরদের নির্বাচন করবেন। ভাইসচ্যান্সেলর এবং অন্য চারজন সদস্য সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। উক্ত চারজচন সদস্য চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁদের মধ্যে দুইজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হবেন।

৭। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যকর কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে/কলেজে নিমোক্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে–

(ক) খেলার মাঠের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা

(খ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র স্থাপন

(গ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বল্পমূল্যে খাবারের জন্য ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা করা।

৮। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপ জোরদার ও পরিচালনা ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে সংশোধন করতে হবে। এই সংশোধনের আওতার থাকবে–

(ক) একাডেমিক কাউন্সিল ও বোর্ডস অব স্টাডস এর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(খ) পরিচালনা করা কঠিন এরূপ বৃহদায়তন সংস্থাগুলো বিলোপ করা উচিৎ।

(গ) চ্যান্সেলর ও ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিৎ।

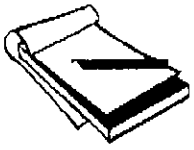

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৩

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কমিশনের সুপারিশসমূহ কী কী?
২। চরিত্র গঠনের উপর এ কমিশনের সুপারিশ সমন্ধে কী জানেন?
৩। শিক্ষার মাধ্যম ও ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কিত সুপারিশ সম্বন্ধে কী জানেন?
৪। শিক্ষা উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থান সংক্রান্ত সুপারিশ কী কী?
৫। পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে 'শরীফ কমিশন' বলা হয় কেন?
৬। সংক্ষেপে মাধ্যমিক স্তরের জন্য পেশকৃত এ কমিশনের সুপারিশসমূহের বর্ণনা দিন।
৭। উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের নিমিত্তে কমিশনের সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১। খ ২। ঘ ৩। খ

পাঠ ৩.২

১। ঘ ২। ঘ ৩। গ

পাঠ ৩.৩

১। ক ২। ঘ ৩। খ